যুগান্তর

তারিখ ... 25 APR 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ......

ক্ষেতলালের ৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দফতরি নিয়োগে জটিলতার অবসান হয়নি ৩ মাসেও

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীতিমালা অনুযায়ী 'দফতরি কাম প্রহরী' পদে নিয়োগ দেয়ার তিন মাস পরও জটিলতার অবসান ঘটছে না। এসব বিদ্যালয়ের নিয়োগ বৈধ নয়, দাবি করে আবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে ওই নীতিমালার আলোকে নিয়োগ দেয়ার ৩ মাস পর তা বাতিল করে পুনরায় নিয়োগের বিষয়টি আইনসিদ্ধ নয়— এমন দাবিতে শিক্ষা অফিসকে চিঠি দিয়েছেন ওই ৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিরা। জানা গেছে, গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহানারা বেগম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ক্ষেতলাল উপজেলার ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'দফতরি কাম প্রহরী' নিয়োগ দেয়ার নির্দেশনা জারি করেন। সে মোতাবেক ১১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট ৯টি বিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া সাময়িক বন্ধ থাকার পর গত বছরের ১৫ ও ১৬ অক্টোবর ওই নীতিমালা মেনে ৮টি স্কুলের নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করে নিয়োগ কমিটি। কিন্তু পরীক্ষায় নম্বর দেয়া নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে মতভেদ হলে একটি বিদ্যালয় বাদ রেখে ৭টি বিদ্যালয়ের বাছাই ও নিয়োগ কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গত ২৬ থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে ফলাফল ও প্যানেল শিট জমা দেন। বাকি দুটি বিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত আছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে গত বছরের ১৭ নভেম্বর স্থানীয় সংসদ সদস্য আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া সাময়িক স্থগিত করার অনুরোধ জানালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১৮ নভেম্বর ৭টি বিদ্যালয়ের নিয়োগ স্থগিত করেন। নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনুমোদনের পরিবর্তে কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করলে তা প্রতিপালনপূর্বক বাছাই ও নিয়োগ কমিটি প্যানেল পুনরায় প্রেরণ করবে এবং নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পুনঃপ্রেরিত প্যানেল প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা দিকনির্দেশনা না পেলে প্যানেলের প্রথম ক্রমিকের প্রার্থীকে যাবতীয় শর্তাবলী মেনে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরে নিয়োগ জারি করতে হবে।

যেহেতু বাছাই ও নিয়োগ কমিটির জমা দেয়া ফলাফল ও প্যানেল শিটের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো অভিযোগ নেই, সেহেতু ৭টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিরা প্যানেল জমার আড়াই মাস পর তা অনুমোদনের জন্য গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে জানান। এরপরও বিষয়টির যৌক্তিক সমাধান না মেলায় স্ব স্ব ব্যবস্থাপনা কমিটি গত জানুয়ারি মাসে নীতিমালার আলোকে ৭টি বিদ্যালয়ে দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগ দেন। একইভাবে যথানিয়মে নিয়োগের একমাস পর তাদের বেতন প্রাপ্তির জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রত্যয়নপত্রও জমা দেন। কিন্তু নিয়োগ সম্পন্নের পরও গত ১২ মার্চ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম উপজেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওই ৭টি বিদ্যালয়ে দফতরি নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুরোধ জানালে জটিলতা দেখা দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রদানের পর পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে অপারগতা জানিয়ে ১৮ মার্চ শিক্ষা কর্মকর্তাকে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিরা চিঠি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহব্বতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম টিপু জানান, নিয়োগ কমিটি কর্তৃক স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফলাফল ও প্যানেল শিট জমা দেয়ার পরও নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়নি। অথচ নীতিমালা অনুযায়ী প্যানেল শিট জমার ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন পাওয়া না গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়োগ অনুমোদিত হওয়ার কথা। তারপরও আড়াই মাস অপেক্ষার পর নীতিমালার আলোকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এই নিয়োগ বাতিল করে আবার নিয়োগ দেয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ারও কথা জানান। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, উপজেলার ৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দুই ধাপে ১৩টিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ২১টিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে অপারগতা প্রকাশের কারণে ৭টির কার্যক্রম বন্ধ আছে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ওই নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল্লাহেল বাকি বলেন, 'স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশনা মোতাবেক ওই ৭টি বিদ্যালয়ে নিয়োগ স্থগিত করা হয়। বর্তমানে সেগুলোতে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ কমিটির সুপারিশ করা প্যানেল জমার ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা অনুমোদিত হবে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, নিয়োগের পর আমাকে তো জানাতে হবে'। নিয়োগের একমাস পর দফতরিদের বেতনের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে জানালে তিনি বলেন, যেহেতু এ ধরনের কোনো চিঠি আমাকে দেয়া হয়নি, সেহেতু ধরে নেয়া যায়, 'ওই নিয়োগগুলো অসম্পূর্ণ।'